Aslaf Academy

# লেকচার ৩ : নবীজীর ﷺ জন্ম এবং পূর্বাপরের ঘটনাবলি।

## কোর্সঃ সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

# লেকচার ৩ : নবীজীর ﷺ জন্ম এবং পূর্বাপরের ঘটনাবলি।

## জন্মপূর্ব আসহাবে ফিল বা হস্তিবাহিনীর ঘটনা –

আবরাহা সাবাহ হাবশি। এই লোকটিকে কেন্দ্র করেই আসহাবে ফিল বা হস্তিবাহিনীর ঘটনা। সে ইয়ামানের গভর্নর ছিলো। আবরাহা যখন দেখলো যে, আরবরা কাবাগৃহে হজব্রত পালন করছে এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন সেখানে আগমন করছে, তখন সে ইয়ামানের রাজধানী সানআয় একটি বিরাট গির্জা নির্মাণ করলো এবং আরববাসীর হজব্রতকে সেদিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আহবান জানালো। কিন্তু বনু কিনানা গোত্রের লোকজন যখন এ সংবাদ জানতে পারলো, তখন তারা এক রাতে গোপনে গির্জায় প্রবেশ করে তাতে 'প্রাকৃতিক কর্ম' সেরে তা একদম নোংরা করে ফেললো। এ ঘটনায় আবরাহা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হলো এবং প্রতিশোধে কাবাগৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ষাট হাজার অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীসহ মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হলো। সে নিজে একটি শক্তিশালী হাতির পিঠে আরোহণ করে। আর তার সৈন্যদের নিকট মোট নয়টি অথবা তেরোটি হাতি ছিল।

আবরাহা যখন মুজদালিফা এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থান 'ওয়াদিয়ে মুহাসসারে' পৌঁছলো, তখন তার হাতি মাটিতে বসে পড়লো। কাবা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোনো ক্রমেই তাকে উঠানো সম্ভব হলো না। অথচ উত্তর, দক্ষিণ কিংবা পূর্ব অভিমুখে যাওয়ার জন্য উঠানোর চেষ্টা করলে হাতিটি তৎক্ষণাৎ উঠে দৌঁড়াতে শুরু করতো। এমন সময়ে আল্লাহ তাআলা এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখি প্রেরণ করলেন। এই পাখির ঝাঁককেই আবাবিল বলা হয়, তবে পাখির নাম আবাবিল নয়। সেই পাখিগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের ছোট ছোট টুকরো সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগলো। প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরো বা কঙ্কর নিয়ে আসতো—একটি ঠোঁটে এবং দু'টি দুই পায়ে। কঙ্করগুলোর আকার-আয়তন ছিলো ছোলার মতো; কিন্তু কংকরগুলো যার যে অঙ্গে লাগতো, সেই অঙ্গ ফেটে গিয়ে সেখান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে হতে সে মরে যেতো।

এ কাঁকর দ্বারা সকলেই যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তা নয়; কিন্তু এ অলৌকিক ঘটনায় সকলেই ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো এবং প্রাণভয়ে পলায়নের উদ্দেশ্যে যখন বেপরোয়াভাবে ছোটাছুটি শুরু করলো, তখন পদতলে পিষ্ট হয়ে অনেকেই মারা গেল।

কঙ্করাঘাতে ছিন্নভিন্ন এবং পদতলে পিষ্ট হয়ে মুহূর্তেই বীরপুরুষগণ মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়তে লাগলো। এদিকে আবরাহার উপর আল্লাহ তাআলা এমন এক মুসিবত প্রেরণ করলেন যে, তার আঙুলসমূহের জোড় খুলে গেল এবং সানআয় যেতে না যেতেই সে পাখির বাচ্চার মতো হয়ে পড়লো। তারপর তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে হৃদপিণ্ড বেরিয়ে এলো এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মলাভের মাত্র পঞ্চাশ কিংবা পঞ্চান্ন দিন পূর্বে মুহাররম মাসে। এই প্রেক্ষিতে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো ৫৭১ খৃস্টাব্দে, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে কিংবা মার্চ মাসের প্রথম ভাগে। [1]

## নবীজির শুভ জন্ম -

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় বিখ্যাত বনু হাশিম গোত্রে ৯ই রবিউল আওয়াল সোমবার দিবস-রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে সুবহে সাদেকের সময় জন্মলাভ করেন। ইংরেজি পঞ্জিকামতে তারিখটি ছিল ৫৭১ খৃস্টাব্দের ২০শে অথবা ২২শে এপ্রিল। এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চল্লি-শতম বছর। [2]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন আরবের পুন্যভূমিতে, শ্রেষ্ঠতম বংশের শ্রেষ্ঠতম ঘরে। নবীজী নিজেই সে কথা বলছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম করেছেন, শ্রেষ্ঠ দলভুক্ত করেছেন। এরপর গোত্র নির্বাচন করেছেন। আমাকে শ্রেষ্ঠতম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর ঘর নির্বাচন করেছেন। আমাকে

---

[1] সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ৮২

[2] আর রাহিকুল মাখতুম, হাশিয়া আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ৯৯

শ্রেষ্ঠতম ঘরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং, সত্ত্বাগতভাবে আমিই মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ, বংশ-গোত্রের বিচারেও আমি শ্রেষ্ঠতম।” [3]

## নবীজীর জন্মের পূর্বাভাসে অলৌকিক ঘটনাবলি -

১. নবিজীর জন্মকালে আমিনার পাশে ছিলেন ফাতিমা বিনতে আব্দুল্লাহ নামের এক রমণী;—তিনি বলেন, আমি দেখতে পেলাম, আকাশের তারাগুলো আমাদের দিকে ঝুঁকে আছে, যেন খসে পড়বে আমাদের গায়ে। শেষ রাতে ভবিষ্যৎ-নবী মুহাম্মদের জন্ম হলো। চোখ আলোতে ভরে উঠলো আমিনার। সেই আলোয় আমিনার চোখে দেখা দিয়ে গেলো সিরিয়ার রাজমহল।

২. মা আমিনা বলেন, যখন মুহাম্মদ তাঁর গর্ভে এলেন, তখন তাঁকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেওয়া হলো যে, তোমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, সে এই উম্মতের সর্দার। যখন সে ভূমিষ্ঠ হবে, তখন তুমি এভাবে দুআ করবে : আমি একে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। আর তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মদ।

৩. ইবনে সাদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মা বলেছেন, যখন তাঁর জন্ম হয়েছিলো, তখন আমার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হয়েছিলো, যাতে শামদেশের অট্টালিকাসমূহ আলোকিত হয়েছিলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের সময় কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবুওতের পূর্বাভাসস্বরূপ প্রকাশিত হয় —কিসরা-প্রাসাদের চৌদ্দটি সৌধচূড়া ভেঙে পড়ে; প্রাচীন পারসিক যাজকদের উপাসনাগারে যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত-হয়ে-আসা অগ্নিকুণ্ডগুলো নির্বাপিত হয়ে যায়; বাহিরা এবং অন্যান্য পাদরিগণের সরগরম গির্জাগুলো নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। [4]

---

[3] সুনানুত তিরমিযি

[4] ইমাম বায়হাকি, তাবারি, সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ১১

* মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মপূর্ব এসব অলৌকিক ঘটনাগুলোকে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় 'ইরহাসাত' বা 'অপেক্ষমাণ নিদর্শন' বলা হয়।

নবীজী মায়ের গর্ভে দু'মাস থাকাকালীন তার বাবা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তাই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই আমিনা নবীজীর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তাঁর পুত্রের জন্মগ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এ শুভ সংবাদ শ্রবণমাত্রই তিনি আনন্দে নবজাতককে কোলে তুলে নিয়ে কাবাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তাঁর সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। আনন্দঘন এ মুহূর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেলেন যে, এ নবজাতকের নাম রাখা হবে মুহাম্মদ। অনেক সিরাতবিদগণ এই নামটিকে আল্লাহ প্রদত্ত ইশারায় গৃহীত হয়েছে বলে মত দিয়েছেন। আরবদের নামের তালিকায় এটা ছিলো অভিনব একটি নাম। তারপর আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়।[5]

## শিক্ষনীয় বিষয় -

গবেষকরা বলেছেন— যখন কোনো দাঈ বা সমাজ সংস্কারক সম্বোধিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশীয় হন; তখন শ্রোতারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কারণ, যখন কারো বংশের ব্যাপারে সবার সুধারণা থাকে, তখন সে কিছু বললে মানুষ তাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরং তার কথায় বিশ্বাস করে। এজন্যই পারস্য সম্রাট হিরাকল নবীজীর ব্যাপারে জানতে চাইলে কুরাইশী সর্দার আবু সুফিয়ানকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেছেন— নবীজীর বংশ সম্পর্কে। আবু

[5] যাদুল মাআদ, পৃষ্ঠা: ৭৫, আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ১০০

সুফিয়ান যখন বললো— তিনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বংশের মানুষ। তখন হিরাকল বললো— 'অতীতেও আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে সমকালীন শ্রেষ্ঠ বংশ থেকেই নির্বাচন করেছেন।'

যদিও ইসলামে আমল ছাড়া বংশীয় মর্যাদার কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু কেউ যদি শ্রেষ্ঠ বংশীয় হওয়ার পাশাপাশি আমলেও শ্রেষ্ঠতর হন; তাহলে এটা তার সামাজিক প্রভাব ও সফলতার জন্য অধিক সহায়ক। এজন্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— 'জাহেলী যুগে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ইসলামেও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে আমল এবং দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করলে।'